মনীষী চরিত

ইমাম বুখারী (রহঃ)

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

প্রারম্ভিকাঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোতধারা বক্ষে ধারণ করে ও ইলমে হাদীছের অকূল সাগরে অবগাহন করে যারা অবগুণ্ঠিত বিক্ষিপ্ত হাদীছ সমূহকে সংকলন করে বিশ্ব মুসলিম মিল্লাতের মাঝে অবিস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত। বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা অমলীন থাকবে চিরকাল ইনশাআল্লাহ। তিনি যেন হাদীছ শাস্ত্রের উজ্জ্বল আকাশের পূর্ণিমার শশী।

হাদীছ ইসলামী আইন শাস্ত্রদ্বয়ের দ্বিতীয়তম। কুরআন ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রদীপ্ত স্তম্ভ, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। আলোহীন প্রদীপ যেমন অলীক তুল্য, তেমনি ছহীহ হাদীছের আলোবিহীন কুরআনের মর্মার্থ উদঘাটন অন্তঃসারশূন্য। আর এ ছহীহ হাদীছ শাস্ত্র সংকলনে ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

কালের পরিক্রমায় শাশ্বত ইসলামে অনেকগুলি দল-উপদল সৃষ্টি হয় এবং কতিপয় অসাধু নিজ নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসংখ্য জাল হাদীছ প্রণয়ন করে বিশ্ব মুসলিমকে গোলক ধাঁধায় ফেলে। তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) উছূলে হাদীছের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে একটি অনুপম বিশুদ্ধতম হাদীছ শাস্ত্র সংকলন করে মৃতপ্রায় ইলমে হাদীছকে পুনর্জীবিত করেন।

নামঃ

তাঁর নাম মুহাম্মাদ।[১] পিতার নাম ইসমাঈল।[২] কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ বুখারী,[৩] উপাধি আমীরুল মুমেনীন ফিল হাদীছ।[৪] পুরো বংশ পরিক্রমা হ'লঃ শায়খুল ইসলাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিয্‌বাহ।[৫]

জন্ম ও পরিচয়ঃ

তিনি ১৯৪ হিজরী সনের ১৩ই শাওয়াল মাসে বাদ জুম'আহ[৬] খোরাসানের (বর্তমান স্বাধীন উজবেকিস্তান) অন্তর্গত বুখারা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] শৈশব কালেই তাঁর পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে তিনি আশৈশব লালিত-পালিত হন।[৮] বাল্যকালেই তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সে জন্য তাঁর মহিয়সী জননী আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করতে থাকেন। একদা তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পেলেন। স্বপ্নযোগে তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রাণঢালা দো'আ এবং করুণ ক্রন্দনের দরুণ আল্লাহ তোমার পুত্রধনের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর জননী দেখলেন, স্বপ্ন সত্যরূপেই বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ দৃষ্টিশক্তি লাভে ধন্য হয়েছেন।[৯]

তিনি হালকা-পাতলা দেহবিশিষ্ট ছিলেন। বেশী লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না। মধ্যমাকৃতির লোক ছিলেন।[১০] তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর অদ্ভুত মেধা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সকলকে চমৎকৃত করে তুলে। দশ বছর বয়সেই তিনি কয়েক হাযার হাদীছ মুখস্থ করেন। তৎপূর্বেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন। তিনি একবার যা শুনতেন কখনও তা ভুলতেন না।[১১] আল্লামা খতীব বাগদাদী তাঁর 'তারীখে' লিখেছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইলমে হাদীছের সন্ধানে সমস্ত শহরের সকল মুহাদ্দিছের নিকটই উপস্থিত হয়েছেন।[১২] তিনি এক হাযার মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও হাদীছ সংগ্রহ করেন।[১৩]

ছহীহ বুখারী সংকলনের প্রেক্ষাপটঃ

প্রথম কারণঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

رأيت النبى صلى الله عليه وسلم كأننى واقف بين يديه وبيدى مروحة أذبُّ بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال لى انت تذب عنه الكذب فهوالذى حملنى على إخراج الجامع الصحيح-

'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি যেন তাঁর সম্মুখে পাখা হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান, যা দ্বারা আমি তাঁকে বাতাস করছি ও মাছির আক্রমণ প্রতিরোধ করছি। অতঃপর কতিপয় স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদের নিকট এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা হাদীছ প্রতিরোধ করবেন। বস্তুতঃ এ স্বপ্ন ও ইহার ব্যাখ্যাই আমাকে ছহীহ

---

* পরিচালক, ইসলামিক এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট একাডেমী, রেলওয়ে ষ্টেশন রোড, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৯৬ ইং/১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ৩০।
২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত্‌-তুরাছ, ১৯৮৬/১৪০৭ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।
৩. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০।
৪. ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১ শিরোনাম।
৫. আহমাদ আলী সাহারানপুরী, মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
৬. ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।
৭. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী (বঙ্গানুবাদ) অনুবাদকঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, (ঢাকাঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট ১৯৯৮/১৪১৮ হিঃ) ১ম খণ্ড, ভূমিকা অধ্যায়, পৃঃ ঢ।
৮. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০/১৪০০ হিঃ), পৃঃ ৫২২।
৯. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ঢ।
১০. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১।
১১. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ঢ।
১২. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৫।
১৩. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।

হাদীছ গ্রন্থ সংকলনে উদ্বুদ্ধ করে'।[১৪]

দ্বিতীয় কারণঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, একদা আমরা কয়েকজন ছাত্র উস্তাদ ইসহাক বিন রাহওয়াই-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন,

لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبى صلى الله عليه وسلم- فوقع ذلك فى قلبى فأخذت فى جمع هذا الكتاب-

'যদি তোমাদের কেউ এমন একটি হাদীছ গ্রন্থ রচনা করতে যাতে শুধুমাত্র ছহীহ হাদীছ সমূহই সন্নিবেশিত হবে, তাহ'লে কতই না ভাল হ'ত'! ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'এ কথাগুলি আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। অতঃপর আমি ছহীহ বুখারী সংকলন শুরু করলাম'।[১৫]

কিতাবের নামঃ

ছহীহ বুখারীর পুরো নাম হ'ল-

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه-

'আল-জামেউল মুসনাদুছ ছহীহুল মুখ্তাছার মিন উমূরে রাসূলিল্লা-হি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী'।[১৬]

ছহীহ বুখারী সংকলনঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) সুদীর্ঘ ১৬ বছর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে ছহীহ বুখারী সংকলন করেছেন।[১৭]

তিনি প্রতিটি হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সময় গোসল করে দু'রাক'আত ইস্তেখারার ছালাত আদায় করে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে লিপিবদ্ধ করতেন।[১৮]

তিনি ছহীহ বুখারীর বাব (অধ্যায়) সংযোজন করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র কবর ও মসজিদে নববীর মাঝখানে বসে। তিনি প্রতিটি বাব লেখার সময়ও দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন।[১৯]

আবার কারো মতে মক্কায় বসে বাব সংযোজন করেছেন।[২০]

তাঁর সংগ্রহে ছয় লক্ষ হাদীছ ছিল।[২১] তার মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধ সাত হাযার দু'শত পচাত্তর খানা হাদীছ স্বীয় কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। তাকরার হাদীছ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে চার হাযার হাদীছ।[২২] হাদীছ সংগ্রহের জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) মক্কা, বছরা, কূফা, বাল্খ, বাগদাদ, আসক্বালান, হিমস, দামেশক প্রভৃতি দেশের মুহাদ্দিছগণের দারস্থ হয়েছেন।[২৩] তিনি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় দু'দু'বার, বছরায় চারবার, হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর অবস্থান করেছেন। আর কূফা ও বাগদাদে যে কতবার গমন করেছেন তা গণনা করা যায় না।[২৪]

ছহীহ বুখারীর সত্যায়নঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর পাণ্ডুলিপি আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন, আহমাদ ইবনু হাম্বল প্রমুখ সমকালীন জগদ্বিখ্যাত মহামনীষীদেরকে যাচাই করতে দেন। তাঁরা উছূলে হাদীছের মানদণ্ডে যাচাই করে মাত্র চার খানা হাদীছ ব্যতীত সমস্ত হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেন। ঐ চারখানা হাদীছ সম্পর্কে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন।

অবশ্য ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তে ঐ চারটি হাদীছও ছহীহ।[২৫] সমকালীন বিশ্বের সমস্ত মুহাদ্দিছগণ এ গ্রন্থের চুলচেরা বিচার-বিবেচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলোচনা-সমালোচনা এবং পর্যালোচনা করে সর্বসম্মত ভাবে এ গ্রন্থটিকে أصح الكتاب بعد كتاب الله অর্থাৎ 'মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল গ্রন্থ' হিসাবে স্বীকৃতি দান করেছেন।[২৬] আল্লামা মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া বলেন, 'এ বিষয়ে পূর্ব-পশ্চিমের ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরে বিশুদ্ধতম কিতাব হ'ল দু'টি- ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম'।[২৭] আর ছহীহ বুখারী হ'ল এ দু'টোর মাঝে বিশুদ্ধতম।[২৮] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

لم أخرج فى هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح اكثر- 'আমি এ কিতাবে ছহীহ ছাড়া কোন হাদীছ সন্নিবেশিত করিনি। (কিতাবের পরিধি বৃদ্ধি পাবে বিধায়) অনেক ছহীহ হাদীছও সন্নিবেশিত করিনি'।[২৯]

---

১৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী, মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ ১৯৮৬/১৪০৭ হিঃ) পৃঃ ৯; মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী লি সাহারানপুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।
১৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১, মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।
১৬. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।
১৭. ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
১৮. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী (বৈরুতঃ এহইয়াইতু তুরাছু আল-আরাবী, তাঃবিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১।
১৯. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।
২০. ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
২১. মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।
২২. উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
২৩. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৪।
২৪. ঐ, পৃঃ ৫২৪।
২৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪; মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।
২৬. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, পৃঃ থ।
২৭. উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।
২৮. ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
২৯. মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।

বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থঃ

ওলামায়ে দ্বীনের নিকটে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ছহীহ বুখারীর এত অধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে যে, অন্যান্য সমস্ত হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমষ্টিগত ভাবেও তার সমান হবে না। 'কাশ্ফুয যুনূন' প্রণেতা স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিরাশি খানা।[৩০] তন্মধ্যে নিম্নের দশখানা প্রসিদ্ধ -

(১) ফাৎহুল বারী লি ইবনে হাজার আসক্বালানী।
(২) উমদাতুল ক্বারী লি বদরুদ্দীন আইনী।
(৩) ইরশাদুস সারী লি আবিল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কুস্তুলানী।
(৪) তুহ্ফাতুল বারী লি যাকারিয়া আনছারী।
(৫) আল-কাওয়াকেবুদ দিরারী লি শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ কিরমানী।[৩১]
(৬) খায়রুল জারী লিশ শায়েখ ইয়াকূব আল-বামবানী।
(৭) আত-তানক্বীহ লিশ শায়েখ বদরুদ্দীন যারকাশী।
(৮) আত-তাওশীহ লিশ শায়েখ জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী।
(৯) আল-ওছমানী।
(১০) ফায়যুল বারী।[৩২]

ইমাম বুখারী (রহঃ) রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারী ছাড়াও আরো অনেক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাবের নাম দেয়া হ'লঃ-

(১) তারীখুল কাবীর (২) তারীখুছ ছাগীর (৩) তারীখুল আওসাত (৪) মুসনাদে কাবীর (৫) তাফসীরে কাবীর (৬) আসমায়ে ছাহাবা (৭) কিতাবুয যাওয়ায়েদ।[৩৩] (৮) আদাবুল মুফরাদ (৯) রাফ'উল ইয়াদাইন ফিছ ছালাত (১০) ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম (১১) বিররুল ওয়ালেদাইন (১২) খালকু আফ'আলে ইবাদ (১৩) কিতাবুয যু'আফা (১৪) আল-জামেউল কাবীর (১৫) কিতাবুল আশ্রিবাহ (১৬) কিতাবুল হিবা (১৭) কিতাবুল মাবসূত ইত্যাদি।[৩৪]

অধিকারী ইমাম বুখারী তীক্ষ্ণ মেধার দৃষ্টান্তঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বাল্যকালের ঘটনা। তখন তিনি মাত্র দশ বছরের বালক। এ সময় তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম দাখিলীর শিক্ষায়তনে পাঠ গ্রহণ করছিলেন। মুহাদ্দিছ দাখিলী একদা একটি হাদীছ পড়ে শুনালেন। এ হাদীছের সনদে سفيان عن أبى الزبير عن ابراهيم রয়েছে। বালক বুখারী (রহঃ) প্রতিবাদ করে বললেন, আবু যুবাইর ইবরাহীম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি। মুহাদ্দিছ দাখিলী তাঁকে ধমক দিলেও তিনি প্রশান্ত চিত্তে বললেন, ابو الزبيرعن ابراهيم নয়, বরং زبيربن عدى عن ابراهيم। মেহেরবানী করে আপনার মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখুন। অতিরিক্ত জোর দেয়ায় উস্তাযের মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি পাণ্ডুলিপি দেখে এসে বললেন, তোমার কথাই ঠিক। মুহাদ্দিছ দাখিলী তাঁর জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করলেন।[৩৫]

ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন বাগদাদে গেলেন তখন সেখানকার মুহাদ্দিছগণ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য দশজন লোককে একশত হাদীছ সনদ-মতন উলট পালট করে শিখালেন। হাদীছ পর্যালোচনা বৈঠকে সেই দশজন ক্রমান্বয়ে হাদীছ পড়ে শুনালেন।

এক একজন হাদীছ পড়ে শুনানোর পর ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে সে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জবাবে বলেন, এমন হাদীছ আমার জানা নেই। এভাবে দশজন হাদীছ শুনানোর পর ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রথম জনকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি যে হাদীছ বলেছেন সেটি ওভাবে না হয়ে এভাবে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি যে হাদীছ বলেছেন সেটা এভাবে হবে। এভাবে দশজনের প্রত্যেকের হাদীছ সংশোধন করে দিলেন। তাঁর এ অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখে সকলেই বিস্মিত হ'লেন এবং তাঁকে 'অপরাজেয় হাফেযে হাদীছ' রূপে স্বীকৃতি দিলেন।[৩৬] তিনি এক লক্ষ ছহীহ ও দু'লক্ষাধিক গায়রে ছহীহ হাদীছের হাফেয ছিলেন।[৩৭]

অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহঃ)ঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অসাধারণ দীপ্ত প্রতিভা, হাদীছ সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের সুনিপুণ তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার জন্য প্রায় সমস্ত মুহাদ্দিছ ও মহামনীষীগণ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মুহাদ্দিছ ইবনু খুযায়মা বলেন-

ما رأيت تحت اديم السماء اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احفظ له من البخارى-

৩০. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫৪৯।
৩১. ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
৩২. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১।
৩৩. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, পৃঃ ণ।
৩৪. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।
৩৫. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ণ।
৩৬. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।
৩৭. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।

'আসমানের নীচে ইমাম বুখারী (রহঃ) অপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও হাফেযে হাদীছ আর কাউকে দেখিনি।[৩৮]

আহমাদ ইবনে হামদুন বলেন- جاء مسلم بن الحجاج إلى البخارى فقبل بين عينه وقال دعنى اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين ويا سيد المحدثين وياطبيب الحديث فى علله-

'ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট এসে তাঁর ললাটে চুম্বন করে বলেন, হে সমস্ত ওস্তাযের ওস্তায! হে মুহাদ্দিছকূল শিরোমণি ও হাদীছের (সনদের ব্যাধি ও মতনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনকারী) ডাক্তার! আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করার অনুমতি দিন'![৩৯]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবী হাতিম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে পিছনে চলছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে পা ফেলছেন, তিনিও ঠিক তাঁর পদচিহ্নে পা ফেলে চলেছেন।[৪০] উক্ত স্বপ্ন থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের যথাযথ ধারক ও বাহক।

ইবনে আকরাম বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি মুসলিম ইবনে হাজ্জাজকে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকটে বসে একজন বালক ছাত্রের ন্যায় তাঁকে প্রশ্ন করতে দেখেছি।[৪১]

আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আকরামকে জনৈক লোক ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তোমার-আমার চেয়ে এমনকি ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজের চেয়েও জ্ঞানী। ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন নিশাপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া যাহাবী বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এই সৎ লোকটির নিকট যাও এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ কর। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী বলেন, 'আমি মক্কা-মদীনা, কুফা ও বছরাতে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর চেয়ে অধিক হাদীছ সংকলক আর দেখিনি'।[৪২]

মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার বলেন, 'এ পৃথিবীতে হাদীছের হাফেয চারজন- মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী ও রায়-এর আবু যুর'আ।[৪৩]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ইমাম বুখারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করে এ উম্মাতকে সুশোভিত করেছেন। আমি আপনার মত এমন সুক্ষ্মভাবে হাদীছের সনদ যাচাই করতে আর কাউকেই দেখিনি'।[৪৪]

ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে দেখিয়ে দিয়ে বলেন, 'হে হাদীছের অনুসারীগণ! তোমরা এই যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখ এবং তাঁর নিকট থেকে তোমরা হাদীছ লিখে নাও, যদি তিনি হাসান বছরীর যামানায়ও থাকতেন তবুও লোকেরা ইলমে হাদীছ ও ইলমে ফিক্বহের জন্য তাঁর (বুখারীর) প্রয়োজন অনুভব করত'।[৪৫]

শেষ জীবনঃ

এ দুনিয়াবী জীবন কারও জন্য কুসুমাস্তীর্ণ, নিষ্কন্টক নয়। বিশেষ করে ভাল কাজের অন্তরায় সৃষ্টি হয়ই। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জীবনেও এ কঠিন বাস্তবতা নেমে আসে। তিনি যখন ইলমে হাদীছ চর্চায় মশগূল, এমন সময় তৎকালীন বুখারার শাসনকর্তা খালিদ ইবনে আহমাদ আয-যাহবী ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট লোক মারফত নির্দেশ পাঠান যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) যেন তাঁর রাজ প্রাসাদে এসে তাঁর সন্তানদেরকে ইলমে হাদীছ ও ইতিহাস শিক্ষা দেন এবং সেখানে অন্য কোন ছাত্র থাকতে পারবে না। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) শাসনকর্তার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং বলে পাঠালেন যে, এই কিতাব আমি কিছু লোককে পড়ে শুনাব আর কিছু লোককে শুনাব না তা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না।[৪৬] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, فكان سبب الوحشة بينهما هذا-

'ইহাই ইমাম বুখারী ও শাসনকর্তার মধ্যে দূরত্ব ও মনমালিন্য সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়'।[৪৭] শাসনকর্তা ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তিনি ইমামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার লক্ষ্যে তার কিছু সংখ্যক পা চাটা বিদ্বান নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য যে, ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণামও একান্তই মর্মান্তিক হয়েছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম বুখারী জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করে নিশাপুরে চলে যান।[৪৮]

ইন্তেকালঃ

নিশাপুরেও অনুরূপ ঘটনার অবতারণা হ'লে তিনি সমরকন্দের নিকটবর্তী খরতঙ্গে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। তিনি পার্থিব জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ

৩৮. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।
৩৯. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
৪০. মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।
৪১. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।
৪২. ঐ, পৃঃ ৩৩।
৪৩. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
৪৪. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।
৪৫. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
৪৬. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২।
৪৭. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৮।
৪৮. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, পৃঃ ত।

হয়ে একদা রাত্রে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন-

اللهم إنه قد ضاقت على الأرض بما رحبت فاقبضني إليك-

'হে আল্লাহ! এ বিস্তৃত পৃথিবী আমার জন্য একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।, অতএব আপনি আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন'।[৪৯] রাব্বুল আলামীন তাঁর এ মাহবূব বান্দার প্রার্থনা কবুল করলেন। এর মাত্র কয়েকদিন পর ২৫৬ হিজরীর ঈদুল ফিতরের পূর্ব রাতে হাদীছ শাস্ত্রের এ উজ্জ্বল জোতিষ্ককে তাঁর দিকে উঠিয়ে নেন।[৫০] মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর ১৩ দিন। ঈদুল ফিতরের দিন যোহর ছালাতের পর তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে মৃগণাভীর সুগন্ধির ন্যায় সুঘ্রাণ বের হ'তে থাকে, এতে মানুষ খুবই আশ্চার্যান্বিত হয় ও দলে দলে লোক এসে তাঁর কবর থেকে সুঘ্রাণযুক্ত মাটি নিতে থাকে। (পরে বাদশার হস্তক্ষেপে মাটি নেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়)। জনৈক লোক বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল ছাহাবীসহ দাঁড়িয়ে আছেন, আমি তাঁকে সালাম দিলাম অতঃপর তিনি সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। অতঃপর পরের দিন যখন ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ আমার নিকট পৌঁছল, তখন আমি অনুমান করে দেখলাম, ঠিক আমার স্বপ্ন দেখার সময়ই ইমাম বুখারী (রহঃ) ইন্তেকাল করেছেন।[৫১]

হে আল্লাহ! তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন- আমীন!!

---
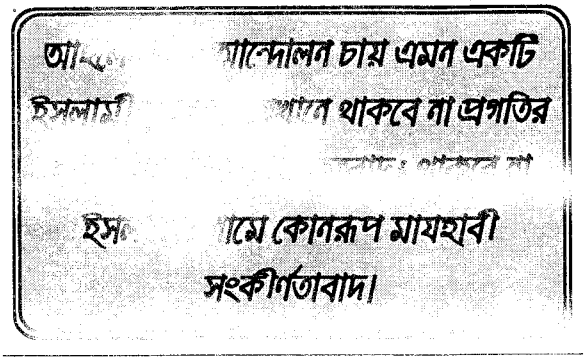
৪৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।
৫০. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।